কালের কণ্ঠ

তারিখ ..01.NOV. 2015...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম.... ২......

কালের কণ্ঠ ০১-১১-২০১৫

গ্রেড-১ পেতে পারেন সিনিয়র অধ্যাপকরা

২৫ শতাংশ সিনিয়র অধ্যাপককে সিনিয়র সচিবের সমান মর্যাদা দেওয়ার চিন্তা

শরীফুল আলম সুমন ▷

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব অধ্যাপক সিলেকশন গ্রেড পেতেন তাঁদের সিনিয়র অধ্যাপক পদ দিয়ে নতুন বেতন কাঠামোর গ্রেড-১ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ করা হতে পারে। এ ছাড়া সিনিয়র অধ্যাপকদের মধ্যে ২৫ শতাংশের বেতন বিশেষ

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

গ্রেড-১ পেতে পারেন সিনিয়র অধ্যাপকরা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রেডের দ্বিতীয় ধাপে রেখে সিনিয়র সচিবের সমান মর্যাদা দেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর সর্বশেষ আলোচনায় এ বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। সূত্র মতে, আজ রবিবার দুপুরে বেতনবৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় এ নিয়ে আলোচনা হবে। এ অবস্থায় আপাতত কঠোর কোনো কর্মসূচিতে যাচ্ছেন না পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

কয়েকজন শিক্ষক নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর সভায় উভয় পক্ষ একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে। অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁরা সিলেকশন গ্রেড পেতেন তাঁদের এক-চতুর্থাংশকে বিশেষ গ্রেডের দ্বিতীয় ধাপে সিনিয়র সচিবদের সঙ্গে রাখার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। অন্যরা সিনিয়র অধ্যাপক হিসেবে গ্রেড-১-এই থাকবেন। তবে শিক্ষকরা এই ছাড় দেওয়ায় তাঁরা গাড়ির সুবিধাসহ স্কলারশিপের সুযোগ চেয়েছেন। আর সিনিয়র অধ্যাপকদের মধ্য থেকে ২৫ শতাংশকে আলাদা করতে বয়স, মেধা, ডিগ্রি, পাবলিকেশনসসহ নানা দিক বিচার করা হবে। তবে এই ক্যাটাগরিতে বেশির ভাগই থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীও একমত হয়েছেন। তাই আপাতত কোনো কর্মসূচিতে যাওয়া হবে না বলে মন্ত্রীকে জানিয়েছেন শিক্ষক নেতারা।

জানা গেছে, আজ দুপুরে বেতনবৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা হবে। এর আগেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনও তাদের সভা শেষ করবে। যেহেতু বেতনবৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির এটি প্রথম সভা, তাই শিক্ষকরা তাদের আরো কিছুদিন সময় দিতে চান। এ জন্য আজকের সভায় কঠোর কোনো কর্মসূচি আসছে না বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

এসব বিষয়ে বিশ্ববিদালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল গতকাল শনিবার রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মন্ত্রিপরিষদসচিব ও মুখ্য সচিব সপ্তম বেতন কাঠামোতেও বেতনের বাইরে বিশেষ ভাতা পেতেন। সেটা আমরাও পেতাম না, সচিবরাও পেতেন না। তাই তাঁদের ছাড় দেওয়া যায়। তবে সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপক আর সিনিয়র সচিব, সচিবরা একই গ্রেডে বেতন পেতেন। নতুন বেতন কাঠামোতেও সেটা চাই। তবে যেহেতু শিক্ষকের সংখ্যা বেশি, তাই সিলেকশন গ্রেডের মধ্য থেকেও ২৫ শতাংশকে বিশেষ গ্রেডের দ্বিতীয় ধাপে রাখার ব্যাপারেও আমাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।'

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রায় সাড়ে আট শর মতো পদ থাকলেও কর্মরত রয়েছেন প্রায় ৪৫০ জন। তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন সর্বোচ্চ ১৬২ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০ জন, জাহাঙ্গীরনগরে ৫২ জন, বুয়েটে প্রায় ৫০ জন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন হাতে গোনা কয়েকজন। এই ৪৫০ শিক্ষকের ২৫ শতাংশকেই বিশেষ গ্রেডের দ্বিতীয় ধাপে রাখলে বাকিটুকু শিক্ষকরা ছাড় দিতে প্রস্তুত।

ফেডারেশন সূত্রে জানা যায়, শিক্ষামন্ত্রী আগে থেকেই শিক্ষকদের দাবিদাওয়া জানেন। এর পরও বেতনবৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভার তারিখ ঠিক হওয়ার পর শিক্ষকদের ডাকা হয়েছিল শিক্ষকরা কতটুকু ছাড় দিতে পারেন তা জানতে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ভুল তথ্য দিয়ে এই জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। তাই এখন যদি আমরা কর্মসূচিতে যাই তাহলে আরো ভুল বোঝানোর সুযোগ তৈরি হবে। আর যেহেতু নিরসন কমিটির প্রথম সভা হচ্ছে, তাই তাদের আরো কিছুদিন সময় দেওয়া উচিত। ফলে আমরা নমনীয়ই থাকব। তবে কালকের (রবিবার) সভায় ৩৭ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিই থাকবেন। তাঁদের আমরা এ ব্যাপারটি বোঝাব। ওই সভায়ই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

জানা যায়, এত দিন সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকরা গ্রেড-১ অনুযায়ী সচিবদের সমান বেতন পেতেন। নতুন বেতন কাঠামোতে সিলেকশন গ্রেড বাতিল করায় এরপর যাঁরা অধ্যাপক হবেন তাঁরা আর গ্রেড-১ পাবেন না। গ্রেড-১-এর ওপরে আবার বিশেষ গ্রেডের প্রথম ধাপে রাখা হয়েছে মন্ত্রিপরিষদসচিব ও মুখ্য সচিবকে। এরপর বিশেষ গ্রেডের দ্বিতীয় ধাপে রয়েছেন সিনিয়র সচিবরা।

শিক্ষা ক্যাডারের অবস্থান কর্মসূচি আজ : অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলে বেতনবৈষম্যের প্রতিবাদে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা আজ রাজধানীর আবদুল গণি রোডে শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি ও সমাবেশ পালন করবেন। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি নাসরীন বেগম ও মহাসচিব আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার গতকাল এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, 'নতুন বেতন স্কেলে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বাতিল করায় সরকারি কলেজের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকরা বেতনবৈষম্যের শিকার হবেন। তবে আমরা স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো চাই না। শিক্ষা ক্যাডারে থেকেই আমাদের বৈষম্যের নিরসন চাই।'